৫৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৫ বর্ষ, ৪৭ সংখ্যা, ১ আশ্বিন – ৭ আশ্বিন, ১৪২৮ ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর – ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২১

Kolkata : 55 year : Vol No.: 55, Issue No. 47, 18 SEPTEMBER - 24 SEPTEMBER, 2021 ৪ পাতা, মূল্য ২ টাকা

চালু হলো
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : একমাস ধরে চলা দুয়ারে সরকার কর্মসূচিতে রাজ্যে

আবেদনকারীর সংখ্যা ছাড়িয়েছে ৩ কোটির উপর। তার মধ্যে প্রায় ২ কোটি আবেদন জমা হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে। প্রশ্ন উঠেছে যে টাকা বরাদ্দ হয়েছে তাতে কুলোবে কিনা। সরকার অবশ্য বরাদ্দ বাড়াবার আশ্বাস দিয়েছে।

রবিবার : হঠাৎই ইস্তফা দিলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন ভূপেন্দ্র প্যাটেল। বিধানসভা নির্বাচনের মুখে রূপানী কেন সরে দাঁড়ালেন তা নিয়ে জল্পনা বিস্তর। বিরোধীদের দাবি এর জন্য দায়ী বিজেপির প্রশাসনিক অযোগ্যতা। তবে বিজেপির দাবি এটা রুটিন বদল।

সোমবার : কয়লা কাণ্ডে একবার জিজ্ঞাসাবাদের পর ফের ডেকে

পাঠানো হয়েছে সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। জিজ্ঞাসাবাদে সন্তুষ্ট না হওয়ায় অভিষেকের সংস্থার এক আধিকারিককে ডেকে পাঠালো ইডি। দ্বিতীয়বার অবশ্য সাংসদ হাজিরা দেননি।

মঙ্গলবার : সরকারি আর্থিক সাহায্য এখন পশ্চিমবঙ্গের মানুষের

বড় ভরসা। যেখানে শিবির সেখানেই ভিড়। কিন্তু শিল্প ও স্থায়ী কর্মসংস্থানে এখনও অনেকটাই পিছিয়ে আছে এই রাজ্য। এবার পাঁচ একর জমি থাকলেই শিল্প গড়তে ছাড় দেবে সরকার। এমনকি হিমঘরও থাকছে ছাড়ের তালিকায়।

বুধবার : জ্বালানী তেলের আকাশছোঁয়া দামের জন্য বিরোধীরা দায়ী করে কেন্দ্রীয় শুল্ককে আবার কেন্দের দাবি রাজ্যের ভ্যাটই এর জন্য দায়ী। দাম কমাবার একমাত্র উপায় তেলকে জিএসটির আওতায় আনা। অনেক টালবাহানার পর বিবেচিত হতে পারে সেই দাবি।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যে উপনির্বাচন নির্বাচন কমিশনের

ছাড়পত্র পেলেও রাজ্য সরকারের ছাড়পত্র পেল না লোকাল ট্রেন। বিধি বাড়ল আরও ১৫ দিন। ফলে গুঁতোগুঁতি করে রেলযাত্রার মেয়াদও বাড়ল আরও এক পক্ষ কাল। ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত করোনা বিধি চালু থাকবে রাত ১১টা থেকে ভোর ৫টা পর্যন্ত।

শুক্রবার : জেলায় জেলায় জ্বরের প্রকোপে মরছে শিশুর দল। সে জ্বর জানা না অজানা তাই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। তবে সব জ্বরেরই সঙ্গী শ্বাসকষ্ট। ফলে বঙ্গে করোনার তৃতীয় ঢেউ শিশুদের আঘাত করছে কিনা তা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কর্মসংস্থানে শিল্পই ভরসা

তালুকের খোঁজে ছাড়ের দাওয়াই

ওঁকার মিত্র ঃ মেধাসম্পন্ন কর্মকেন্দ্র সংস্কৃতির বাংলায় এখন ২ টাকার চাল, কৃষক অনুদান, আবাস যোজনা, স্বাস্থ্যসাথী, সবুজ সাথী, কন্যাশ্রী, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। বাঙালি এখন দুপুর বেলায় ৫ টাকার ডিমভাতের লাইনে দাঁড়াতেও কুণ্ঠা বোধ করে না। যে বাঙালি একসময় ফেলে ছড়িয়ে খেত সে এখন কুড়িয়ে বাড়িয়ে খেতে শিখেছে। সময়ের চাবুকে বাংলার বাবুয়ানি ঘুচেছে কবেই। যারা এখনও খেটেখুটে খাচ্ছে তারা হয় নিতান্তই বোকা নয়তো সাহায্যের লাইনে দাঁড়াতে লজ্জা পাচ্ছে। অবশ্য শাসক দলের নেতা মন্ত্রীরা এই অনুদান প্রকল্প নিয়ে এমন ঢেকুর তুলছেন তাতে মনে হচ্ছে আবেদনপত্রের সংখ্যাই যেন সাফল্যের মাপকাঠি।

কিন্তু আজও যেসব রাজনীতিক সমাজ নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তারা জানেন যে সাহায্যের কৌশল নয় কর্মকুশলতাই অগ্রগতির প্রধান হাতিয়ার। যারা কর্মযোগ নিয়ে চর্চা করেন তাদের বিশ্বাস একমাত্র

কর্মই মানুষ ও তার তৈরি সমাজকে চিরস্থায়ী করে। তাই উপরে সাহায্য বিতরণের গুণগান গাইলেও সরকারের মাথারা ছুটে বেড়াচ্ছেন কর্মসংস্থানের খোঁজে। সম্প্রতি শিল্পতালুকে দেদার ছাড় ঘোষণা করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আর ২০ একর নয় মাত্র ৫ একর জমি থাকলেই মিলবে শিল্পগড়ার ছাড়। আগের বাধা ভেঙে থাকবে হিমঘর সহ নানা লজিস্টিক সার্পোটের সুবিধা। খোলা হচ্ছে এক জানালা ব্যবস্থা যেখান থেকে মিলবে সবরকমের অনুমতি। বঙ্গবাসীকে কাজ দিতে এ এক সাধু সিদ্ধান্ত সন্দেহ নেই তবু তা রেখে যায় বেশ কিছু প্রশ্ন।

প্রথমত শিল্পতালুক গড়ার জন্য সরকারের যখন এত আগ্রহ তখন বর্তমান শিল্পতালুকগুলো ধুঁকছে কেন। এগুলের পরিকাঠামো ও পরিষেবা খতিয়ে দেখে উন্নয়নের ব্যবস্থা করলে মিলতে পারে চটজলদি কাজের সুযোগ। দ্বিতীয়ত শিল্পতালুক গড়ার প্রধান শর্ত হল পরিবহনবান্ধব রাস্তা। অথচ বেহাল পথঘাট নিয়ে কয়েকদিন আগেই উষ্মা প্রকাশ করেছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। তৃতীয়ত শিল্প গড়ার ক্ষেত্রে প্রাথমিক বাধা হল সরকারের ভূমি নীতি। বামফ্রন্ট সরকারের বর্গা অপারেশনের দৌলতে বঙ্গভূমি এখন টুকরো মালিকানার কবলে, তাকে একত্রিত করে শিল্পের জন্য জমি পাওয়া সত্যি দুষ্কর। চতুর্থত রয়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেখানে মেটাতে হবে একাধিক গোষ্ঠীর আবদার, সিন্ডিকেটের অনৈতিক দাবি।

কর্মসংস্থানের জন্য শিল্প চাই। শিল্পের জন্য চাই রাজনৈতিক সদিচ্ছা। উপরতলায় তারও অভাব নেই। মহামারির এত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী ফের শিল্প সম্মেলনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তবু এ রাজ্যে শিল্পের খরা কাটছে না কেন প্রথমেই তা খতিয়ে দেখা দরকার। আগে রোগ চিহ্নিত না হলে ওষুধ দিয়ে লাভ নেই। তা না হলে সবই বাংলার যুবক যুবতীদের কাছে খুড়োর কলে পরিণত হবে। বাংলা পড়ে থাকবে নিচের সারিতেই।

টিকার গেরোয় ঢাকিরা

কুনাল মালিক: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বুড়ুল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার রুইদাস পাড়া ঢাকিদের গ্রাম হিসাবেই দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত। আনুমানিক প্রায় ২০০ বছর ধরে বংশপরম্পরায় এই গ্রামে ঢাক ও কাঁসি বাজিয়েই পুরুষরা জীবিকা অর্জন করতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই গ্রামেই কোনো পুজো–পার্বনে বাইরে থেকে ঢাক ভাড়া করতে হচ্ছে। এমনই অভিমত প্রকাশ করলেন ওই গ্রামের বিমল দোলুই। তিনি জানালেন এক সময় এই গ্রামের প্রখ্যাত ঢাক শিল্পী হিসাবে নাম ছিল মদন রুইদাস, পুণ্য রুইদাসের। কলকাতা শহর থেকে ঢাকিদের ডাক পড়ত। কিন্তু বর্তমানে ৮–১০ জন এই ঢাক শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন। করোনা কালে পুজো–পার্বন বন্ধ হওয়ার কারণে ঢাকিদের আর কোনো ডাক পড়ে না। তাই অনেকেই ঢাক বাজানো ছেড়ে অন্য পেশায় চলে গেছেন। যেমন সন্ন্যাসী রুইদাসের ছেলে জয়ন্ত রুইদাস জানালেন তিনি এখন বেহালায় রিক্সা চালান। যখন বাবা লোকজন পায় না তখন বাবার সঙ্গে কাঁসি বাজান। বর্তমানে এই গ্রামের প্রদীপ রুইদাস, সন্ন্যাসী রুইদাস এখনও কলকাতা থেকে ডাক পান।

এরপর তিনের পাতায়

কোভিড১৯ সিরিঞ্জ বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোভিড – ১৯ ভ্যাকসিনেশনের সিরিঞ্জ বিতর্কের মূল কাণ্ডারী যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেই তা নিজেরাই স্বীকার করে নিলেন। রাজ্যে সিরিঞ্জ ঘাটতি কেন তৈরি হয়ে ছিল? সাধারণত ভারত সরকারের তরফে রাজ্যকে যে পরিমাণ কোভিড ভ্যাকসিন পাঠানো হয়, ঠিক তার সঙ্গে সমানুপাতিক হারে ঠিক সম–সংখ্যক সিরিঞ্জও পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রের

পাঠানো ভ্যাকসিনের দিকে তাকিয়ে থাকলে রাজ্যের ভ্যাকসিনেশন চাহিদা মেটানো খুবই কঠিন এই ভেবে এবং ব্যাপক ভাবে টিকাকরণ চালিয়ে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকার নিজের টাকায় প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন কিনেছিল। কিন্তু রাজ্য সরকার শুধুই ভ্যাকসিনই কেনে প্রকৃতপক্ষে তা প্রয়োগ করতে যে সমসংখ্যক সিরিঞ্জ লাগে, তা কেনা হয়নি। আর তাতেই বাধে গন্ডগোল।

এরপর তিনের পাতায়

বাড়ছে ভুয়ো বাতির গাড়ি

কল্যাণ রায়চৌধুরী: অনেকদিন ধরেই মোটর সাইকেল বা গাড়ির সামনে পিছনে স্টিকার সাঁটার একটা প্রবণতা চল হয়েছে। ডাক্তার, পুলিশ, প্রেস তো আগে ছিলই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মিষ্ক ভ্যান, কেএমডিএ, ডাক্তার, আর্মি, এয়ারফোর্স, নেভি, প্রাক্তন সেনা, অ্যাডভোকেট, ফায়ার, ডব্লিউবিএসই ডিসিএল। এদের সঙ্গে সাম্প্রতিক সংযোজন নবান্নের কর্মী, ডিএস অফিস কর্মী, জেলা জজ কার্যালয় কর্মী, মানবাধিকার কর্মী ইত্যাদি ইত্যাদি। এমনটাই

দাবি, সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের। তাদের এমনও দাবি, এমনকি লাল–নীল বাতির গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকেও উপেক্ষা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। যেখানে রাজ্যের মন্ত্রীরা লাল–নীল বাতির ব্যবহার বর্জন করেছেন, সেখানে বিভিন্ন সরকারি আধিকারিকরা আশ্চর্যজনকভাবে লাল–নীলবাতির গাড়ি অবলীলায় ব্যবহার করে চলেছেন।

এরপর তিনের পাতায়

পিয়ালী নদীতে ব্রিজের দাবি

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মধ্য যুগের দাপুটে নদী পিয়ালী। বারোমাস জল থাকলেও বর্ষার জলে হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ভরা যৌবনের চেহারা নেয়। বিগত দিনে এই পিয়ালীর যৌবনের দাপটে তার বুকে নৌকাডুবি হয়ে সলিল সমাধি ঘটেছে কতশত প্রাণ। কালের নিয়মে বার্ধক্যে পরিণত হয়েছে পিয়ালী। তবে আগের সেই দাপট না থাকলেও পিয়ালী আছে

তার নিজস্ব গতিতে। অত্যাধুনিক যুগেও যেন কয়েকশো বছর পিছিয়ে আধুনিক সমাজ। একদা জোয়ারের জলে হৃষ্টপুষ্ট মধ্যযুগের দাপুটে নদী পিয়ালী। আজ যেন অন্তিম পর্যায়ে অস্তাচলে। নেই সেই আগের দাপট। তাছাড়া চেহারা হারিয়েছে নদীর তীরবর্তী এলাকায় হাজার হাজার মানুষের বসতি গড়ে ওঠার জন্য। পাশাপাশি বিশাল বাঁধ দিয়ে বেঁধে ফেলায়। সেই পিয়ালী নদীতে আজও বয়ে চলে খেয়া নৌকা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর, কুলতলি এবং ক্যানিং থানার সংযোগস্থল মেরিগঞ্জ এলাকা।

এরপর তিনের পাতায়

খাল পুনরুদ্ধারে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ কলকাতার দক্ষিণ শহরতলির অতীত ঐতিহ্যবাহী চড়িয়াল খালের (পূর্ব নাম চড়েল খাল) দূষণের বিরুদ্ধে, বেদখলের বিরুদ্ধে ও খালকে নালায় পরিণত করার বিরুদ্ধে এবং চড়িয়াল খালটির পুনরুদ্ধারের আহ্বানে মহেশতলা মোষগোট বাজার হয়ে ঠাকুরপুকুর–হাঁসপুকুর হয়ে বেহালা পূর্ব বিধানসভা ক্ষেত্রের অন্তর্গত ১১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সোদপুর পর্যন্ত এই খালের আশেপাশে এপিডিআর–সহ অন্যান্য গণসংগঠন, কয়েকজন সাইকেল চালক যুবকের উদ্যোগে এক পদযাত্রার অভিযান করা হয়। তাতে বজবজ পুলিশ

ছলেবলে কৌশলে কম্পিটিটিভ এক্সজামিনেশনে'র কারণ দেখিয়ে কোনও প্রচার কর্মসূচি করা যাবে না বলে বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে বাধা দেয়। এবং পদযাত্রায় অংশগ্রহণকারীদের ধাওয়া করে। পদযাত্রা মহেশতলার মোষগোটে এলে মহেশতলা পুলিশও একই আচরণ করে। খাল সংলগ্ন সাধারণ মানুষের কাছে এই খালটি রক্ষার দাবিতে প্রচার অভিযানেও বজবজ পুলিশ ও মহেশতলা পুলিশ বাধা প্রদান করে বলে এপিডিআরে'র সহ–সম্পাদক আলতাফ আহমেদ জানান।

এরপর তিনের পাতায়

আজও জনপ্রিয় রান্না পুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন। তার মধ্যে দুর্গা পুজোর আগে বাঙালির একটি প্রাচীন উৎসব রান্না পুজো। বিশেষ করে এ রাজ্যের আদি বসবাসকারী জল–জঙ্গলের মানুষ সাপের উপদ্রব থেকে বাঁচতে মা মনসাকে উৎসর্গ করে এই পুজো করে। ভাদ্র মাসের শেষে রাত ভোর রান্না করে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন খাওয়া হয়। ওইদিন অরন্ধন। এই রান্না পুজোয় গ্রাম বাংলায় ব্যাপক প্রভাব। ছোটোবেলায় এই রান্না পুজোয় যে আনন্দ ও শিহরণ হত তা হয়তো কিছুটা হলেও লোপ পেয়েছে আধুনিকতার ছোঁয়ায়, তবে

এই রান্না পুজো আমার কাছে একটা নস্টালজিক ব্যাপার। ছোটোবেলায় দেখতাম, ভোরবেলা বাবা সকলকে ডেকে তুলতো– বাগানের বড় পুকুরে মহাজাল দেওয়া হবে। বিশাল বিশাল কাৎলা মাছ ধরা হতো। দুপুর থেকেই মা–দিদারা আনাজ কুটতে বসতো। পুঁই শাক, কুমড়ো, আলু, চিচিঙ্গা, ঢেড়স, কড়াই অনেক রকম সবজি। বাবা হ্যাজাক লাইট পরিষ্কার করে নতুন ম্যান্ডেল লাগাতো। কাকারা খাওয়ার জন্য কলাপাতা কাটত। সন্ধেয় শাঁখ বাজিয়ে উনুন পুজো করে দিদা রান্না শুরু করতো।

এরপর তিনের পাতায়

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা:৫৫বর্ষ,৪৭সংখ্যা,১৮সেপ্টেম্বর–২৪সেপ্টেম্বর,২০২১

বিরোধীরা বানের জলে ভেসে আসে নি

রাজনীতি বড় বালাই। আবার রাজনীতিই গয়ংগচ্ছচালে এগোয়। মাঝখানে পড়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। এ কোনও নতুন কথা নয়। যুগ যুগ ধরেই চলে আসছে রাজনীতি বনাম উলুখাগড়া জনতার এই গল্প। তাও সব ভুলে একটা না একটা দলের প্রতি সমর্থন উগড়ে দেয় জনতা। ভেবেও দেখে না ভোট মিটলে বা কাজ হয়ে গেলে নেতারা দুর্লভ হয়ে উঠবেন। দলীয় রাজনীতির এই জাঁতাকলে পড়ে দুটি বা ততোধিক গোষ্ঠীবিন্যাস গড়ে ওঠে। যথারীতি একদল শাসক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে আর অন্যেরা বিরোধীদের। আমাদের মতো কতিপয় রাজ্যে অবশ্য বিরোধিতা করতে হয় সন্তর্পণে। নচেৎ শাসকের রক্তচক্ষুর মুখে পড়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। সাধারণ একটা মানুষ। ছোটখাটো চাকরি বা ব্যবসা করে খাচ্ছেন হয়তো।সেই ব্যবসাটা হয়তো একটা চায়ের দোকানের। তাও মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম অর্জিত পয়সা। কোনও রাজনৈতিক দালালির উপার্জন নয়। তাও সেই খেটে খাওয়া মানুষটাই কেমন যেন মিইয়ে থাকেন। স্বতস্ফূর্ত বিরোধিতা করার ক্ষমতা হারিয়ে এক অদ্ভুত অবস্থা হয় তাঁর বা তাঁদের। এই পরিস্থিতি হবে কেন? কেনই বা শাসকের ভয়ে এভাবে জুজু হয়ে থাকতে হবে। এই নয় যে এটা আজকের প্রসঙ্গে বলা। সেই সত্তরের দশকের সিদ্ধার্থ রায় জমানা থেকেই এই ট্র্যাডিশন চলছে। সেসময় অবশ্য একদল উগ্র বাম আদর্শের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রছাত্রীকে টার্গেট করেছিল তৎকালীন দক্ষিণপন্থী প্রশাসন ও পুলিশ। পরবর্তীতে অবশ্য বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে একটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল হাড়ে হাড়ে বুঝিয়েছে 'যে লঙ্কায় যায় সেই রাবণ'। কংগ্রেসের ৫৫ হাজার কর্মী নাকি বাম ঘাতকদের হাতে তৎকালীন সময়ে খুন হয়েছিল এমনটাই দাবি করে এসেছে বিরোধীরা। অবশ্য ২০১৬–র বিধানসভা ভোটে কাস্তে হাতুড়ি আর হাত এক হয়ে গিয়ে সেই অভিযোগ কেমন যেন পানসে আকার নিয়েছে। যদিও তৃণমূল তৎকালীন বিরোধিতার পেটেন্ট নিজেদের ঘাসফুলে সেঁধিয়ে দাবি করে তাঁদের কর্মীরাই শহিদ হয়েছিল। কিন্তু সেই ঘোর বাম জমানাতেও একটা শক্তিশালী বিরোধিতা ছিল। যা মোটেই আজকের মতো দলবদলু সংস্কৃতির ধারক নয়। শত বিরোধিতা সত্ত্বেও ৩৪ বছরের বাম শাসনে বিরোধী ভোটের ৪০ শতাংশ একেবারে মজবুত ছিল। সিপিএমের প্রবল অত্যাচারে তাঁদের হাত কাঁপেনি উল্টো দিকে ভোট দিতে। অথচ আজ পরিস্থিতি এমনই যে বিরোধিতা করতে মুখের পেশীগুলিও কেমন শিথিল হয়ে উঠেছে। যেন স্নায়বিক জটিল সমস্যা দেখা দিয়েছে। অবশ্য বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন প্রধান বিরোধী দলের মুখ পাল্টে গেলেও সেই বাম জমানার ৪০ শতাংশ ভোট কিন্তু বিজেপির ঝুলিতে এসে জমা পড়েছে। অর্থাৎ যেই রাজা আসুক ,তাঁরা যদি ৫০ শতাংশ ভোট পায়, তবে ৪০ শতাংশ কিন্তু বিরোধী প্রজার বাক্সে যেতে হচ্ছে। নিশ্চিতভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর এই ভোটদান প্রক্রিয়া। কিন্তু সেই স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা কিছুতেই রাজনীতির জায়গায় প্রতিফলিত হচ্ছে না। বাম যুগের মতো সেই রাজার পার্টির বন্দনা করার স্বভাব থেকে যাচ্ছে। বিরোধীরা যেন বাণের জলে ভেসে এসেছে। এই অপসংস্কৃতি থেকে যতদিন না বেরতে পারব আমরা ততদিন কিছুতেই বলা যাবে না যে সঠিক গণতান্ত্রিক লাইনে হাঁটছি আমরা। সে যতই নোবেলজয়ীকে নিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হোক না কেন বা সরকার যতই বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র তেরো

অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ।
ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং যে নস্তদ্‌বিচচক্ষিরে।।১৩।।

অনুবাদ

বলা হয় যে, সর্বকারণের পরম কারণের উপাসনা দ্বারা এক ফল লাভ হয় এবং যিনি পরমেশ্বর নন, তার উপাসনা দ্বারা ভিন্ন ফল লাভ হয়। যে সমস্ত ধীর ব্যক্তি সুস্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তাঁদের কাছ থেকে এই বিষয়ে শুনা যায়।

তাৎপর্য

যে–কেউ ব্রাহ্মণরূপে যোগ্য হতে পারেন যদি তিনি সদগুরুর তত্ত্বাবধানে ভগবদ্ভক্তির পন্থা অনুসরণ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও (২/৪/১৮) বলা হয়েছে–

কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুল্কশা
আভীরশুম্ভা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যতপাশ্রয়াশ্রয়ঃ
শুদ্ধন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ।।

'ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের নির্দেশনায় নীচকুলে জাত যে কোনও জীব শুদ্ধ ও পবিত্র হতে পারে, কেন না ভগবান হচ্ছেন অসাধারণ শক্তিমান।''

কেউ যখন ব্রাহ্মণের গুণ অর্জন করেন, তখন তিনি ভগবৎ–সেবায় আনন্দিত এবং উৎসাহী হন। তখন আপনা থেকেই ভগবৎ–বিজ্ঞান তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়। ভগবৎ–তত্ত্বজ্ঞান জানার ফলে, ক্রমশ তিনি জড়–জাগতিক আসক্তি থেকে মুক্ত হন এবং ভগবানের–কৃপায় তাঁর সংশয়যুক্ত মন স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ হয়। কেউ যখন এই স্তর লাভ করেন, তখন তিনি মুক্তাত্মা হন এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপ ভগবৎ–দর্শন লাভ করেন। এটিই সম্ভবাৎ–এর সাফল্য, যা এই মন্ত্রে বর্ণিত হয়েছে।

বিশেষ বার্তা

স্বামীজী লহ প্রণাম।

অজানা তথ্য

১৮৯৩ সালে, শিকাগোর মহাসভায়, স্বামী বিবেকানন্দের সেই স্মরণীয় ভাষণের ৪৭৩ টি শব্দকে, শিকাগো আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে আলোকিত করে রাখা হয়েছে।

বিশে বিষক্ষয় ভারতীয় শেয়ার বাজারে

পার্থসারথি গুহ : বছরের সালতামামি নিয়ে অনেক কথা হয়ে থাকে। মানে এই সারাবছরটা কেমন কাটল, প্রাপ্তি–অপ্রাপ্তি কী হল? এইসব আর কি। সেদিক থেকে ২০২০ এবং ২০২১ কে নিঃসন্দেহে প্রত্যেকটা মানুষ মুছে ফেলতে চাইবেন নিজেদের জীবন থেকে। করোনা ক্লিষ্ট ভয়াবহ এই ২ বছর ভোলার নয় কখনই। অর্থবাজারও যথারীতি ব্যতিক্রম নয়। সারা দুনিয়ার অর্থবাজারেও প্রাথমিক একটা দোলা দিয়ে গিয়েছে ২০২০। পাশাপাশি এটাও বলতে হবে এই ভয়াল বছরেই কিন্তু ভারতের শেয়ার সূচকদ্বয় নিফটি ও সেনসেক্স নতুন রেকর্ড গড়েছে। নিফটি পৌঁছে গিয়েছে সাড়ে ১৬ হাজারেরও ওপর। অনেকে বলছেন বছর শেষ হওয়ার আগে না ১৮ হাজার ছুঁয়ে ফেলে নিফটি। সেনসেক্সও যথারীতি সমানভাবে সঙ্গত করেছে। প্রায় ৫৭ হাজারের কাছেপিঠে সেনসেক্স বাহাদুর।

সব কিছু ভেঙে যাওয়ার পর ফের নতুন করে সংসার নিয়ে বসা। এ গপ্পো দীর্ঘদিন ধরেই চালু আছে শেয়ার বাজারে। এ যেন অনেকে মসকরা করে বলে থাকেন, এ হল বালির ঘর। এই আছে, এই নেই। অনেক খেটে খুটে কেউ হয়তো বালি দিয়ে কোনও আকর্ষণীয় জিনিস তৈরি করলেন। কিন্তু এক লহমায়, সমুদ্রের এক বড় ঢেউয়ের ধাক্কায় সব খানখান হয়ে গেল। নমো–২ য়ের প্রত্যাবর্তনের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে যেন চলছে এমনই এক নতুন ভিত প্রস্তরের কাজ। এর ওপরের দিকটা যদি ১৭ হাজার হয় নিফটির ভিত্তিতে, তাহলে নিচের জায়গাটা ১০–১০,৫০০ হতেই পারে। অন্তত এই অভিমত পোষণ করছেন বিশেষজ্ঞরাই।

শেয়ার বাজারেও এমন ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। কোনও শেয়ারের দাম বাড়তে বাড়তে হয়তো মহীরূহ ছুঁয়ে ফেলল। তারপরেই তাকে গ্রাস করল এক ভয়াবহ পতন। যার হাত ধরে নতুন করে নিচের দিকে তলিয়ে যেতে থাকল শেয়ারটি। এ খেলা বহুদিন ধরেই চলে আসছে অর্থবাজারে। ভারত বলে নয়, তামাম দুনিয়ার শেয়ার বাজারেই এমন নাটকের শুরু ও যবনিকাপাত ঘটে চলেছে অহরহ। তবে তার মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা বাজারের এই তুর্কীনাচনের সঙ্গে তাল রাখার ধান্দায় না গিয়ে বেছে নেন এসআইপি বা সিস্টেমিক ইনভেস্টমেন্টের পদ্ধতি। অর্থাৎ নিয়ম মেনে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করা শেয়ার বাজারের জন্য। মাসের একটা সুনির্দিষ্ট সময় যা ব্যাঙ্কের খাতা হয়ে বয়ে যায় বাজারের দিকে। ইতিহাস বলছে, এমনভাবে যাঁরা ট্রেড করে থাকেন শেষপর্যন্ত তাঁরাই তাঁদের অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারেন শেয়ার বাজারে। নচেৎ লবডঙ্কা মিলতে

সময় নেয় না। এমনকি তুমুল আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যেও পড়তে হয় এলোমেলো শেয়ার ট্রেডিংয়ে। সেজন্যই বাজার বুল থাকুক আর বেয়ার, এসআইপি ধরে রাখাটাই শ্রেয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রশ্ন উঠেছিল, এই কারেকশন কেমন পর্যায়ের হবে? অর্থাৎ তাতে কি নড়ে উঠবে স্টক মার্কেটের শক্তিশালী ভিত্তি। তেলের পাশাপাশি সোনার দামে ফের উত্তরণ আরও একটা বড় চিন্তার কারণ হতে চলেছে। যার নিট কথা হল, ইক্যুটি বা শেয়ার বাজারের বাজারের টাকা বোধহয় এবার স্থানান্তরিত হয়ে কমোডিটি অঞ্চলে ঢুকতে চলেছে। এরসঙ্গে আরও একটা বিষয় যথেষ্ট উদ্বেগ জাগাচ্ছে। তা হল, শুধুমাত্র হাতেগোনা কিছু শেয়ারের মধ্যেই এখন লিকুইডিটি ঘুরপাক খাচ্ছে। যা মোটেই খুব একটা সন্তোষজনক নয়। কিন্তু যে কতদিন চলবে সে ব্যাপারে কেউ খুব একটা আলোকপাত করেননি।

এই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর বিনিয়োগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চারণভূমি এককথায় ভারত। চিনের বাবলস বা ফাঁপানো অর্থনীতির চেয়ে এদেশের বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেক জমাট সেটা মানেন প্রায় সকলে। এমনকি বিদেশিরাও। আপাতত রাজনীতির করাল ছায়া থেকে বেরিয়ে আসতে পারলে এদেশ অনেক উঁচু জায়গা ছুঁয়ে ফেলতেও পারে। দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে তাই নিফটির অন্তত তিনগুণ বৃদ্ধি হতে পারে আগামী ৪–৫ বছরে। তার থেকে বড় কথা বিদেশিদের দীর্ঘদিনের মৌরসিপাট্টাকে দূরে সরিয়ে ভারতের বাজারে হঠাৎ করে ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ডোমেস্টিক দাদা–ভাইয়ারা। যা নিঃসন্দেহে ভারতীয় শেয়ার বাজারের ইতিহাসে এক নয়া অধ্যায়ের জন্ম দিয়েছে।

শিশু মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : জলপাইগুড়ি জেলায় ৩ শিশুর মৃত্যু হয়েছে অজানা জ্বরে। জেলার ময়নাগুড়ি শহরের আমগুড়ি এলাকায় অজানা জ্বরে মৃত্যু হল ৩ মাসের এক শিশুর।

মৃত শিশুটির বাবার নাম কমলেশ রায়, তিনি কৃষিকাজ করেন। বাড়িতে তাদের ৪ বছরের মেয়েও রয়েছে বলে জানিয়েছেন কমলেশবাবু। তিনি জানিয়েছেন, মৃত শিশুটির জ্বর থাকায় মঙ্গলবার বিকেলে ময়নাগুড়ি বাজারে বেসরকারি ভাবে এক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ দেখান তারা। ওই চিকিৎসক সেই সময় জলপাইগুড়ি হাসপাতালে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। তিনি তখন ভর্তি না করে বুধবার ভোরে নিয়ে আসে। কোভিড টেস্ট করানোর সময় জানানো হয় শিশুটি মৃত।

মঙ্গলবার সকালে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শিশুটিকে। কমলেশের অভিযোগ, ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও সেই সময় চিকিৎসা পায়নি এবং বাড়ি ফিরে যান। বুধবার দুপুরে জলপাইগুড়ির জ্বর পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে আসেন মেডিক্যাল কলেজের ৫ চিকিৎসক প্রতিনিধিনি দল। ডাক্তার গৌতম দাস (শিশু বিশেষজ্ঞ) সহ মোট ৫ জনের এই চিকিৎসক দল পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

পতাকা শুদ্ধিকরণে গুরুং

নিজস্ব প্রতিনিধি: গিদ্দা পাহাড়ের গায়ত্রী মন্দিরে পুজো দিয়ে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার দলীয় পতাকা শুদ্ধিকরণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিমল গুরুং বলেন, আমার অবর্তমানে মোর্চার পতাকার অপব্যবহার করা হয়েছে। দুর্নীতি, তোলাবাজি, সরকারি জমি দখল সহ একাধিক কাজে নেতারা নিজের স্বার্থের দলীয় পতাকার ব্যবহার করেছে। সেজন্য মোর্চার পতাকা শুদ্ধিকরণ করা হল।

দার্জিলিংয়ের গিদ্ধাপাহাড়ের গায়ত্রী মন্দিরে যজ্ঞ করে দলীয় পতাকা শুদ্ধিকরণ করলেন বিমল গুরুং। কিন্তু শুদ্ধিকরণ করেই খান্ত হননি বিমল গুরুং। উল্টে অনিতের বিরুদ্ধে এদিন তোপ দেগেছেন গুরুং। তার অবর্তমানে মোর্চার দলীয় পতাকার অনৈতিক অপব্যবহার করার পাশাপাশি দুর্নীতির জন্য দলীয় পতাকাকে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন বিমল গুরুং।

তবে এখানেই থেমে না থেকে, নাম না করে অনিত থাপাদের উদ্দেশ্যে গুরুং বলেন, পাহাড়ে সশস্ত্র আন্দোলনের পর গা ঢাকা দেওয়ার সময়, নিজেদের মোর্চা নেতা হিসেবে ঘোষণা করে মানুষের টাকা নিয়ে অনেকে দুর্নীতি করেছেন। গুরুং বলেন, শিশুদের শিক্ষার টাকা, পাহাড়ের উন্নয়নের টাকা নিজেদের পকেটে ভরেছে সেইসব নেতারা। সরকারি জমি দখল করে বহুতল তৈরি করেছে।

দলীয় ঐক্যের বার্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি: জলপাইগুড়ি জেলায় দলীয় সংগঠনকে মজবুত করতে ফের একবার সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে চলার বার্তা দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ। সোমবার বিকেলে মাল গ্রামীণ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির ডাকে ওদলাবাড়ি ইউনিয়ন ক্লাব হলঘরে আয়োজিত কর্মিসভায় মহুয়া বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসের একজনই নেত্রী। তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা সবাই তার সৈনিক। জেলা সভানেত্রী হিসেবে সংগঠন পরিচালনায় মমতা বন্দোপাধ্যায়ের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে। দলীয় অনুশাসন ভঙ্গ করে জেলায় যারা এখনও মূল সংগঠনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে আলাদা সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন, নাম না করে তাদের প্রতিও এদিনের সভা মঞ্চ থেকেই কড়া বার্তা দিয়েছেন মহুয়া। তিনি বলেন, দলের মূল সংগঠনের পাশাপাশি যুব, ছাত্র, মহিলা সহ বাকি সমস্ত সংগঠনকেই দলীয় শৃঙ্খলা মেনে চলতে হবে। একেবারে বুথ স্তর থেকে সংগঠন মজবুত করে ধাপে ধাপে অঞ্চল, ব্লক হয়ে জেলা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে হবে। সভায় মাল গ্রামীণ ব্লক কমিটির সভাপতি তমাল ঘোষ বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে গ্রামীণ ব্লক কমিটির অন্তর্ভুক্ত ৬ টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই তৃণমূল জয়ী হবে। বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হতেই যে ভাবে বিজেপির কর্মীরা এই ব্লকেও তৃণমূলে সামিল হতে শুরু করেছেন তাতে গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে বিজেপির পতাকা ধরার লোক থাকবে না। সভায় এছাড়াও বক্তব্য রাখেন আইএনটিটিইউসি'র জেলা কমিটির সভাপতি রাজেশ লাকড়া, বাদশা আহমেদ, ওয়ারিশুল আম্বিয়া, শ্রমিক নেতা পুলিন গোলদার, এসজেডিএ সদস্য অগাস্টুস কেরকেট্টা এবং ওদলাবাড়ি অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুকান্ত চৌধুরী প্রমুখ।এদিন বিজেপি থেকে বহু যুবক তৃণমূলে যোগদান করে বলে বিজেপির দাবি।

পাঠকের কলমে

জয় হিন্দ বন্দেমাতরম একটি বিনম্র খোলা চিঠি
মাননীয়রাষ্ট্রপতিরামনাথকোবিন্দমহাশয়সমীপেষুশ্রদ্ধেয়মহাশয়,

সর্ব প্রথমেই আলিপুর বার্তা'র মাধ্যমে এই খোলা চিঠি পাঠানোর জন্য ধৃষ্টতা মার্জনা চাইছি। অতঃপর সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি বিমল নন্দী তপসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত একজন দুঃস্থ সত্তর বছরের প্রবীণ লোকশিল্পী ও হৃদরোগী। অত্যন্ত দুঃখের ও বেদনার সঙ্গে নিরুপায় হয়ে পুনরায় অশ্রুসিক্ত চোখে আপনাকে জানাই, রামদেব ও পতঞ্জলির পক্ষ থেকে গত ইংরাজি তারিখ ১৫ আগস্ট, ২০১৬–র স্বাধীনতা দিবসে বাংলা দৈনিক 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র ৩য় পাতায় ও গত ইংরাজী তারিখ ২ অক্টোবর, ২০১৬–র গান্ধী জন্মজয়ন্তীতে বাংলা দৈনিক 'সংবাদ প্রতিদিন'–এর প্রথম পাতায় যথাক্রমে পণ্যের যে বিজ্ঞাপন দুটি দেশবরেণ্য স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ছবি সহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাতে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীজী সহ নেতাজি, ভগত সিং ও অন্যান্য দেশনায়কদের অপমান ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসকে কলুষিত করা হয়েছিল বলে আমি মনে করি। রামদেব ও পতঞ্জলির এহেন জঘন্য ও নিন্দনীয় অপরাধের তীব্র প্রতিবাদ করে একজন ভারতবাসী হিসেবে এই অপরাধের যথোপযুক্ত প্রতিকার প্রার্থনা করি। বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষের মানসম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে ও 'স্বচ্ছভারত' তৈরি হয়, তার জন্য আপনার ও মাননীয় প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রয়াত প্রণব মুখোপাধ্যায় (২ জন রাষ্ট্রপ্রধান) মহাশয়দ্বয়ের কাছে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে পত্র দিয়েছিলাম। এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার এবং উত্তরাখণ্ডের রাজ্য সরকারের কাছেও বহু চিঠিপত্র (সব মিলিয়ে প্রায় একশত পত্র) দিয়েছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রায় ৫ বছর ধরে আমার প্রদত্ত সেই সব চিঠিপত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে কোনও সদুত্তর পেলাম না।

আমি উত্তরাখণ্ডের মাননীয় মুখ্যসচিব মহাশয়কে বহু চিঠিপত্র দেওয়া সত্ত্বেও এক বছরের মধ্যে তিনি কোনও প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা গ্রহণ করে আমার চিঠির উত্তর দেননি। জানিনা, আমার কোনও অন্যায়–অপরাধের কারণে বিগত প্রায় পাঁচ বছর যাবত শুধুই চিঠি চালাচালি

ছাড়া আর কোনও কাজের কাজ হয়নি। ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল এই পাঁচ বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মোট ১৫ খানি চিঠি পাওয়াই সার হয়েছে। জানিনা, কোন অদৃশ্য কারণে প্রাতঃস্মরণীয় দেশনায়করা এই নরক যন্ত্রণা ও অপমান আর কতদিন ভোগ করবেন!

উল্লেখ্য, ১৯৮২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নবম এশিয়াডে লোকশিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করে সুনাম ও শংসাপত্র অর্জন করি। বর্তমানে আমি সত্তর বছর বর্ষীয়ান ভীষণ অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী হৃদরোগী। দীর্ঘদিন যাবত কলকাতা আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাবড়া হাসপাতালের চিকিৎসাধীনে আছি। অর্থাভাবে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় ওষুধও খেতে পারি না। ফলে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে অর্দ্ধাহারে অনাহারে খুবই কষ্টে দিনযাপন করে কোনওক্রমে বেঁচে আছি। এমতাবস্থায় আপনিই আমার শেষ সম্বল বলভরসা। আমার আর আপনাকে চিঠিপত্র দেবার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। মৃত্যুর আগে আমার এই জাতীয়–চিঠির সদুত্তর পাবার আশায় এখনও দিন গুনছি। জানিনা তা সফল হবে কিনা ভাগ্যে।'

অতএব, মহাশয়ের কাছে আমার আকুল প্রার্থনা, দয়া করে আপনার কড়া নির্দেশে যাতে পত্রপাঠ দেশ নায়কদের মান সম্মান রক্ষা পেয়ে সত্বর 'স্বচ্ছ ভারত' তৈরি হয়, তার প্রয়োজনীয় সুব্যবস্থা গ্রহণ করার আজ্ঞা হোক। সত্যের জয় হোক।

ইং তারিখ : ১১/৯/২০২১ নমস্কারান্তে, বিনীত বিমল নন্দীহাবড়া রেল বাজার(তেঁতুলতলা), হাবড়া, উত্তর২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন:৭৪৩২৬৩

বন দপ্তরের চেক পোষ্টে নেই লাইট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বন দপ্তরের চেক পোষ্টে নেই পর্যাপ্ত লাইটের ব্যাবস্থা। নেই রিফ্লেক্টার। যার জন্য বন দপ্তরের চেকপোস্ট দেখতে না পেয়ে চেকপোস্টই ধাক্কা বাইক চালকের বন দপ্তরের চেক পোষ্টের সাথে দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত দুই যুবক। মালবাজার মহকুমার কাঠামবাড়ি এলাকায় রাজ্য সড়কে ঘটনা। মঙ্গলবার রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। আহতদের স্থানীয় মানুষেরা উদ্ধার করে প্রথমে মাল ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। অবস্থার অবনতি হলে দুজনকেই শিলিগুড়ি রেফার করা হয়। আহত দুই যুবকের নাম রাহুল শর্মা (২৫) এবং দিলীপ রাই (২৮)। দুজনের বাড়ি জলপাইগুড়ি বলে জানা গেছে। আরো জানা গেছে দুজনেই একটি বাইকে করে মালবাজার ব্লকে ফুটবল খেলা দেখতে এসেছিলো। জলপাইগুড়ি ফেরার পথেই এই দুর্ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে কাঠামবাড়ি বন দপ্তরের এই চেক পোষ্টটি এলাকায় পর্যাপ্ত লাইট না থাকায় এবং চেকপোস্টে কোনও রিফ্লেক্টর না থাকায়, রাতের বেলায় ঠিকঠাক চেক পোষ্ট দেখা যায় না। পাশাপাশি বাইকটিও গতিও খুব বেশি ছিলো। বাইক চালক বুঝতেই পারেনি চেকপোস্ট বন্ধ রয়েছে। চেকপোষ্টে ধাক্কা খেয়ে পোষ্টের মধ্যেই ছিটকে পড়ে ওই দুই যুবক। আর বাইকটি চলন্ত অবস্থা বহু দূর গিয়ে পড়ে। স্থানীয়দের দাবি চেকপোস্ট এলাকায় পর্যাপ্ত লাইটের ব্যাবস্থা থাকলে বাইক চালকেরা চেকপোস্ট দেখে সতর্ক হবেন।

রক্ত দালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি: বেশ কিছুদিন ধরেই জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে রক্তের বিনিময়ে টাকা চাওয়ার অভিযোগ আসছিলো। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ির বাসিন্দা স্বাধীন চন্দ্র রায়ের বোন সবিতা রায় জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে ভর্তি রয়েছেন। বোনের জন্য রক্তের প্রয়োজন হওয়াতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি বিভিন্ন জায়গায় রক্তের খোঁজ করছিলেন। সেই সময় দুই ব্যক্তি তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। তবে, রক্তের জন্য ওই দুই ব্যক্তি স্বাধীনবাবুর কাছে তিন হাজার টাকা দাবী করেন বলে অভিযোগ। বেশ কিছুদিন ধরেই জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে রক্তের দালালদের একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। দূর–দূরান্ত থেকে আসা অসহায় রোগীর আত্মীয়রা মূলত এদের টার্গেটে থাকে। প্রথমে সাহায্যের কথা বলে, শেষ পর্যন্ত রক্তের জোগাড় করে দেওয়ার বিনিময়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নেয় এই দালাল চক্র। অন্যদিকে, যারা এই রক্ত দিচ্ছেন তারা নিয়ম বহির্ভূত ভাবে ১৫–২০ দিন পর পর–ই রক্ত দেন। এর ফলে রোগীর দেহেও জটিলতা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বহুদিন ধরেই এই দালাল চক্র ভাঙতে সক্রিয় ছিলেন গ্রিন জলপাইগুড়ির সদস্যরা। বিষয়টি জলপাইগুড়ির স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গ্রিন জলপাইগুড়িকে জানালে গ্রিন জলপাইগুড়ির সদস্যরা এসে হাতেনাতে ধরে ফেলেন ওই দুই দালালকে। এরপর ওই দুই অভিযুক্তকে উত্তম মধ্যম দেন গ্রিন জলপাইগুড়ির সদস্যরা। চড় থাপ্পরের পাশাপাশি, জুতো দিয়ে মারা হয় অভিযুক্তদের। শেষ পর্যন্ত জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় দুই অভিযুক্তকে।

মানবাধিকারের সহজপাঠ

অভিজিৎ গুপ্ত: কিছু কিছু অনুষ্ঠান অনেকদিন টাঙানো থাকে হৃদয়ে। ৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ শিক্ষক দিবসে 'আপ্যায়ণ কমিউনিটি হল'–এ বিশ্ববন্দিত সাহিত্যিক আচার্য পৃথ্বিরাজ সেনের 'মানবাধিকারের সহজপাঠ' গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করেন ডাঃ অশোক কুমার প্রধান, নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা মুখোপাধ্যায়, সলিল ভট্টাচার্য, প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী, স্বপন সমাদ্দার, দুলাল সিংহ, স্বপ্নাঞ্জন গোস্বামী এবং ডঃ তাপস কুমার ঘোষ। গুণীজনেরা মঙ্গলদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন সঙ্গীতা হাজরা। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হিউম্যান রাইটস প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। সম্মানীয় অতিথিদের সম্বর্ধনা জানান হিউম্যান রাইটের সদস্য ও সদস্যারা। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড এবং অসমের হিউম্যান রাইটসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। প্রতিবাদী নৃত্য পরিবেশনা এবং পরিচালনা করেন অনুভবী নৃত্যশিল্পী মৌ সাহা এবং সম্প্রদায়। নৃত্য পরিবেশন মন্দ নয়। 'পৃথ্বীরাজ বুক ক্লাব'–এর উপস্থাপনায় 'কবিতালেখ্য' রুদ্ধ ক্ষোভ ছিন্ন প্রাণ রচনা পৃথ্বীরাজ সেন। স্বর প্রক্ষেপণে আশীস দাশগুপ্ত, দীপান্বিতা বসু সরকার, ডালিয়া ভট্টাচার্য, মুনমুন চক্রবর্তী, গোপা দাস, শ্রাবণী দত্ত, কৃত্তিকণা এবং জয়ন্ত পাল অনবদ্য। আবহ সঙ্গীত পরিচালনায় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী সুরজিৎ মিত্র অসাধারণ। দেবাশিস রায় নিজের কথায় নিজের সুরে গান গেয়েছেন। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা সত্যিই ভাগ্যবান। দেবাশিসের সুর, তাল লয় এবং কণ্ঠ যে কোনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর ঈর্ষার কারণ হতে পারে। সমগ্র অনুষ্ঠানের আয়োজক 'হিউম্যান রাইট্স পত্রিকা'। অনুষ্ঠানে সূত্রধরের ভূমিকায় পৃথ্বীরাজ সেন অনবদ্য। সঞ্চালনায় এমিলি বন্দোপাধ্যায় যথাযথ।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING OFFLINE EXPRESSION OF INTEREST

Name of Work: DESIGN & DEVELOPMENT OF GANGA SAGAR MOBILE APPLICATION (ANDROID BASED) DURING GS MELA 2022.

Schedule of important dates of Bids

Date of Publication of EOI: 16.09.2021
EOI start date & time: 16/09/2021 at 01.00 pm
EOI end date & time: 23/09/2021 from 01.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box: 23/09/2021 up to 01.00 pm
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): 23/09/2021 at 03.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): 23/09/2021 at 04.00 pm
For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in
For details Contact: 033-24501379
Sd/- Additional District Magistrate (IT), South 24 Parganas
4392(2)/DICO/S 24 Pgs. Dt- 17.09.2021

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING OFFLINE EXPRESSION OF INTEREST

Name of Work: DESIGN & DEVELOPMENT OF SOFTWARE FOR CONDUCTED TOUR MANAGEMENT SYSTEM FOR VIPs DURING GS MELA 2022.

Schedule of important dates of Bids

Date of Publication of EOI: 15.09.2021
EOI start date & time: 15/09/2021 at 01.00 pm
EOI end date & time: 22/09/2021 from 01.00 pm
Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box: 22/09/2021 up to 01.00 pm
Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): 22/09/2021 at 03.00 pm
Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): 22/09/2021 at 04.00 pm
For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in
For details Contact: 033-24501379
Sd/- Additional District Magistrate (IT), South 24 Parganas
4393(2)/DICO/S 24 Pgs. Dt- 17.09.2021

মাতলা চরে মৃত ডলফিন, এলাকায় চাঞ্চল্য

সুভাষ চন্দ্র দাশ : মাতলা নদীর চরে একটি বড় ধরনের মাছ মরে পড়ে রয়েছে। এমন খবর এলাকায় চাউর হতে দেখার জন্য হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। পরে জানা যায় মৃত মাছটি সামুদ্রিক ডলফিন। কি ভাবে মাতলা নদীতে এলো এবং কিভাবে মাছটি মারা পড়লো সে বিষয়টি অবশ্য অন্ধকারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে বুধবার সকালে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা নদী চরে একটি মৃত ডলফিন মাছ পড়ে

থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। মৃত ডলফিন মাছ দেখার জন্য জড়ো হয় প্রচুর মানুষ। পরে অবশ্য জোয়ারের জলে মাছটি নদীতে ভেসে যায়।

অপরাধ বৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন জেলাবাসী

পূর্ব বর্ধমান

দেবাশিস রায়: বেশ কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর পূর্ব বর্ধমানে একাধিক রাজনৈতিক খুন সহ নানা ধাঁচের অপরাধ মূলক ঘটনা মাথাচাড়া দেওয়ায় উদ্বিগ্ন জেলাবাসী। এতদিন ধরে খুন-সংঘর্ষের পাশাপাশি চুরি, ছিনতাই, কেপমারি, পকেটমারি, সাইবার ক্রাইমের মতো দুষ্কর্মের কারণে পূর্ব বর্ধমান জেলা নজর কেড়েছে। এবার নানান ধরনের ভেজাল পণ্যদ্রব্যের রমরমা কারবার সহ জাল পরিচয়পত্র তৈরির ক্ষেত্রেও বোধ হয় পিছিয়ে থাকল না রাজ্যের গর্বের শস্য গোলা। বিভিন্ন সময়ে ভেজাল খাদ্যসামগ্রী সহ প্রসাধনী দ্রব্যের পাশাপাশি কাটা (অবৈধ উপায়ে মজুত করে বিক্রি) পেট্রল, ডিজেল এবং রান্নার সরকারি জ্বালানি গ্যাসের সঙ্গে জেলাবাসীর বেশ পরিচয় ঘটেছে। এবার ভেজাল স্যানিটাইজার, ভেজাল সরষের তেল, নকল মোবিলের (লুব্রিকেটিং অয়েল) কারবার সামনে এল। একইসঙ্গে আধার কার্ড সহ বিভিন্ন প্রকার পরিচয় পত্র তৈরির কারবার প্রকাশ্যে আসায় জেলা পুলিশ-প্রশাসনের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে।

গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে একাধিক রাজনৈতিক খুনের ঘটনায় পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। এসবের মধ্যে মঙ্গলকোট এবং আউশগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় দুই প্রভাবশালী নেতা দুষ্কৃতীদের আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে খুন হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলকোটের খুনের ঘটনায় সুপারি কিলার জড়িত ছিল।

এসবের পাশাপাশি নানাপ্রকার ভেজাল পণ্যসামগ্রীর রমরমা কারবার জেলা পুলিশ-প্রশাসনের মাথাব্যথা বাড়িয়ে দিয়েছে। কিছুদিন আগেই পুলিশ বর্ধমান শহর থেকে প্রচুর পরিমাণে জাল স্যানিটাইজার বাজেয়াপ্ত করেছে। গত মঙ্গলবার পুলিশ বর্ধমানে সরষের তেল তৈরির একটি কারখানায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমানে ভেজাল তেল বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ভেজাল তেল বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ করা হত বলে জানা গেছে। সেদিনই কালনা থেকে এক জাল কারবারিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ওই কারবারির বিরুদ্ধে মোটা টাকার বিনিময়ে জাল নথিপত্র তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। পরদিনই রায়না থানার বাঁকুড়া মোড় এলাকায় একটি দোকানে হানা দিয়ে পুলিশ শতাধিক লিটার নকল মোবিল বাজেয়াপ্ত করেছে। জানা গেছে, বিভিন্ন উপাদান মিশিয়ে নকল মোবিল তৈরির পর সেসব নামি কোম্পানির কন্টেইনারে ভরে প্রায় সমমূল্যেই বিক্রি করা হয়। বাঁকুড়া মোড়ের ওই দোকান থেকে নকল মোবিল বিক্রি হচ্ছে এমন খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালিয়েছিল। পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান এইসব বেআইনি কারবারের সঙ্গে বড়োসড়ো কোনও চক্র জড়িত রয়েছে। তবে, এধরনের অপরাধ চক্রের বাড়বাড়ন্তে সাধারণ মানুষ বেশ উদ্বিগ্ন। বিশেষ করে খাদ্যসামগ্রী, ভোজ্য তেল, প্রসাধন সামগ্রী, ওষুধপত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভেজাল কারবার যদি অবিলম্বে বন্ধ করা না যায় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে মানুষ ভয়ংকর সমস্যার সম্মুখীন হবে।

পয়লা অক্টোবর থেকে খুলছে সুন্দরবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগেই খুলেছিল চিড়িয়াখানা সহ অন্যান্য পার্ক। এবার শুধু চিড়িয়াখানা আর পার্ক নয়, খুলে দেওয়া হল সমস্ত ব্যাঘ্র প্রকল্প গুলি। সেই মর্মে সরকারিভাবে বৃহস্পতিবার একটি নির্দেশনামা জারি ও করা হয়েছে। পয়লা অক্টোবর থেকে খুলে যাচ্ছে সুন্দরবনে সহ অন্যান্য পর্যটনস্থল গুলি। কোভিডের কারণে মার্চ মাস থেকে বন্ধ সুন্দরবন। এর ফলে সমস্যায় পড়েছেন পর্যটনের সঙ্গে থাকা ব্যবসায়ীরা। এবার সুন্দরবন জঙ্গল খুলে যাওয়ায় খুশি তারাও। তবে পর্যটকদের জঙ্গলের প্রবেশের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নিষেধাজ্ঞা রাখা

হয়েছে। প্রত্যেককে মাস্ক পরে তবেই জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় প্রবেশ করতে হবে। বিভিন্ন এলাকায় রাখা হবে নজরদারি। তবে কতজন পর্যটক বহন করা হবে প্রতিটি জলযানে এই ব্যাপারে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফ থেকে। সরকারের নির্দেশনায় বলা হয়েছে প্রতিটি টুরিস্ট যেমন মাস্ক পরবেন, তেমনি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখবেন প্রতিটি ক্ষেত্রে। জলযান কে নিয়ম করে মাফিক স্যানিটাইজেশন করতে হবে। আর এই সব মেনে চলা হচ্ছে কিনা তা দেখা হবে প্রতিটি এলাকায়। থাকবে নজরদারির ব্যবস্থা।

উল্লেখ্য, সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের দুজন অফিসার কোভিডে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। বেশ কয়েকজন আধিকারিক ও করোনায় আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হন। যা এর আগে কোনও ব্যাঘ্র প্রকল্পের ঘটেনি। ফলে নিয়মকানুনের ব্যাপারে কোনো রকম শিথিলতা রাখতে চান না ব্যাঘ্র প্রকল্প দপ্তর।

রান্না পুজো

প্রথম পাতার পর

ডাল চচ্চড়ি, ভাজা, ছ্যাঁচড়া, পায়েস, পান্তা, চাটনি কতো আয়োজন। গভীর রাত পর্যন্ত রান্না শেষে শাঁখ ঘন্টা বাজিয়ে রান্না শেষ হতো। তারপর সারিবদ্ধ ভাবে বসে গরম ভাত সহ তরিতরকারী খাওয়া হতো। যেটাকে ঠোঙা-পোড়া বলা হয়। মনোহর মল্লিক বলে এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দাদা রান্না পুজোর দিন আমাদের বাড়িতে অতিথি হতেন। থাকতেন তিন-চারদিন। বাবার খুব প্রিয় মানুষ ছিলেন। দুজনেই আজ প্রয়াত। পরের দিন শাপলা ফুলের মালা দিয়ে আল্পনা দিয়ে উনুন সাজিয়ে মা মনসার উদ্দেশ্যে পান্তাভাত সহ যাবতীয় তরিতরকারি মাছ নিবেদন করা হতো। সারাদিন পান্তাভাত খাওয়া। ওই দিন আর উনুন জ্বলবে না। দিদা মারা যাবার পর মা দায়িত্ব সামলেছেন। মায়ের পর এখন আমার স্ত্রী ও বউমারা সেই দায়িত্ব বা ট্র্যাডিশন বজায় রেখেছে। তবে এখন হয়তো ডিজিটাল যুগ এসেছে কিন্তু পিছিয়ে থাকা সময়ের যে আনন্দ ও অনুভূতি এবং সম্প্রীতির বাতাবরণ কেন যেন যান্ত্রিক হয়ে গেছে। আগে মাছ হলেই হতো এখন ইলিশ মাছ না হলে যেন ঠিক রান্না পুজোর ইজ্জত থাকে না এমন একটা মানুষের মনোভাব। আর করোনাকালে আনাজপত্র ও মাছ মুদিখানা দ্রব্যের যা বাজার দর তাতে মানুষ নাজেহাল, তবুও প্রাচীন রীতিনীতি কুটুম্বিতা আজও বাঙালি ধরে রেখেছে। শহরে না হলেও গ্রাম বাংলায় আজও রান্না পুজো তার কৌলিন্য বজায় রেখেছে।

কোভিড১৯ সিরিঞ্জ বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ ডোজের বিপরীতে মাত্র ১০ লক্ষ সিরিঞ্জ কিনেছিল। আর বাদবাকি সাত লক্ষের অধিক ভ্যাকসিনের জন্য সিরিঞ্জ রাজ্য সরকার না কেনায় কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাঠানো ভ্যাকসিনের সমসংখ্যক সিরিঞ্জ পাঠানো সত্ত্বেও রাজ্যে বারংবার কোভিড সিরিঞ্জের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে। এদিকে হঠাৎ হঠাৎ সিরিঞ্জের ঘাটতিতে রাজ্যের চিকিৎসক মহল উদ্বিগ্ন। জেলায় জেলায় সিরিঞ্জের ঘাটতি থাকায় কোভিড -১৯ ভ্যাকসিনেশন বন্ধ থাকছে বা ভ্যাকসিন থাকা সত্ত্বেও সিরিঞ্জের অভাবে সবাইকে ভ্যাকসিনেশন করা যাচ্ছে না।

পুনরুদ্ধারে বাধা

প্রথম পাতার পর

ফলস্বরূপ, প্রকৃতিপ্রেমী সমাজকর্মী যুবকরা তাদের এদিনের কর্মসূচি থামিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চড়েল খাল বর্তমান চড়িয়াল খাল কাটিগঙ্গা থেকে শুরু হয়ে পূর্ববাহিনী হয়ে বজবজ, মোষপোট, চট্টা মহেশতলা হয়ে ক্রমে দক্ষিণ বেহালার মাঠ দিয়ে এঁকে বেঁকে বাঘপোতার ভিতর দিয়ে জোকার পাশ দিয়ে এসে ঠাকুরপুকুর খালের সঙ্গে মিশেছিল আর একটি উত্তর দিক থেকে ঠাকুরপুকুর খাল ও চড়িয়াল খালের সঙ্গে মিশেছিল। এই মিলিত খাল কবরডাঙা জোকা এলাকার রামচন্দ্রপুরের কাছে কেওড়াপুকুর খালের সঙ্গে মিশে পূর্বদিকে আদিগঙ্গায় গিয়ে পড়ে।

পিয়ালী নদীতে

প্রথম পাতার পর

সেখানেই ধীর গতিতে বয়ে চলেছে সুন্দরবনের পিয়ালী নদী। এই পিয়ালি নদী পারাপারের জন্য কালিগঙ্গা শ্মশানের কাছে রয়েছে খেয়াঘাট। খেয়া দিয়ে প্রতিনিয়ত হাজার মানুষ যাতায়াত করেন।তবে খেয়া পারাপারের জন্য রয়েছে সামান্য একটি মাত্র নৌকা। সেই নৌকায় না আছে কোন ইঞ্জিন, না আছে কোন দাঁড় বা হাল। নদী মজে গিয়ে এতোটাই ছোট হয়েছে যে নদীর দুই পাড়ে স্থায়ী ভাবে দুটি খুঁটি বসিয়ে দড়ি টাঙানো রয়েছে। সেই দড়ি বেয়েই নৌকায় করে চলে নিত্যদিনের খেয়া পারাপার। এই খেয়া ঘাটে নেই কোন যাত্রী প্রতীক্ষালয়। নেই পাকাপোক্ত ঘাট। ফলে খেয়া পারাপারের জন্য প্রতিনিয়ত নৌকায় ওঠার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বৃদ্ধ, মহিলা ও শিশুরা। বিশেষ করে বর্ষাকালে দুর্ঘটনা ঘটে প্রতিনিয়ত। এছাড়াও স্থানীয় খড়বেড়িয়া, বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে হয় প্রায় ৭ কিলোমিটার হেঁটে। খেয়াঘাট কিংবা কোন ঝুঁকির পারাপার না থাকলে অনায়াসেই পিয়ালী নদী পার হয়ে স্কুল পাঠশালায় যেতে পারতো ছোট ছোট কচিকাঁচারা। স্কুল পাঠশালা অনেক দূরে হওয়ায় সেদিক দিয়ে এলাকার পড়াশোনার মান অত্যন্ত পিছিয়ে। তাছাড়াও এলাকার বাসিন্দাদের দাবী এলাকায় ব। ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই দায়। প্রায় ৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ঘুরপথে তবেই হাসপাতালে যাওয়া যায়। অথচ পিয়ালি নদী পার হলেই মাত্র ১৫ কিলোমিটার দূরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। এছাড়াও গ্রামের সবজী মাছ কলকাতায় নিয়ে যেতে হয় ঘুরপথে।

বাখরাহাটে ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ শহরতলির বাখরাহাট শাখার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ইউনিয়ন সমৃদ্ধি কেন্দ্র উদ্বোধন হল। জেলার প্রায় ১৭টি শাখার যাবতীয় লোন এই কেন্দ্র থেকে দেওয়া হবে। কলকাতার ফিল্ড ম্যানেজার অমরেন্দ্র কুমার এবং আঞ্চলিক প্রধান অমিত কুমার সিনহা প্রতিটি শাখার ম্যানেজারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। অমরেন্দ্রকুমার বলেন, এই কেন্দ্র থেকে সব ধরনের লোন দেওয়া হবে। বিশেষ করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী, মুদ্রা লোন এবং স্টুডেন্ট ক্রেডিট লোনেরও

ব্যবস্থা করা হবে। গ্রামীণ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করাই সমৃদ্ধি কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। ব্যাঙ্কের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা বিভিন্ন শাখার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্যাদের সঙ্গে কথা বলেন। লোন পেতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা তার খোঁজ খবর নেন। আগামী দিনে ব্যাঙ্কের আধিকারিকরা গ্রামে গ্রামে যাবেন।

টিকার গেরোয় ঢাকিরা

প্রথম পাতার পর

৬২ বছর বয়স্ক সন্ন্যাসী রুই দাস জানালেন, আগে প্রচুর অনুষ্ঠানে ডাক পেতাম, কিন্তু গত দুবছর ধরে করোনা কালে আমাদের কোনো কাজ নেই। দুর্গা পুজোর সময় অবশ্য ডাক পাই। গত ২০ বছর ধরে রামপুরহাট জিঞ্জিরা বাজারে ঢাক বাজাই। এ বছর বিশ্বকর্মা পুজোয় বেহালা সখের বাজারে ঢাক বাজাব। তিনি বলেন, আমার ঠাকুর্দা, বাবা সকলেই ঢাক বাজিয়ে জীবিকা অর্জন করেছেন। তাঁদের পথ ধরেই এখনও এই শিল্পকে আঁকড়ে ধরে আছি। তবে অনেকেই এখন জীবিকার টানে অন্য পেশায় চলে গেছে। তাছাড়া এখন বিভিন্ন পুজোতে রেকর্ডিং ঢাকের শব্দ বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তবে ঢাকির সাজে নাচের তালে যে কাঁসির শব্দে আসল ঢাক যখন বেজে ওঠে তার মহিমাই আলাদা। সন্ন্যাসীবাবু জানালেন, তার করোনার প্রথম ডোজ ভ্যাকসিন নেওয়া হয়েছে। তবে এলাকার অনেক মৃৎশিল্পী, ঢাক শিল্পী, ব্রাহ্মণ জানালেন পুজো প্রায় আসন্ন কিন্তু অনেকেই এখন ভ্যাকসিন পাননি। এ ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিলে ভালো হয়। ঢাকিরা এখন দোনোমোনোয় পড়ে রয়েছে কলকাতায় তারা ঢাক নিয়ে এলে আদৌ কোনও বায়না পাবে কিনা? কারণ ইতিমধ্যেই নির্দেশ জারি হয়েছে যে, মণ্ডপের মধ্যে দুই ডোজ ভ্যাকসিন হলে তবেই প্রবেশ করা যাবে। ভ্যাকসিনের গেঁড়োয় ঢাক বাজাতে পারবে কিনা। তারা বলেন, পুজোর আগে আগে ভ্যাকসিনের সময় হলেও কলকাতায় গিয়ে ভ্যাকসিন নিলেও হাত ব্যথা বা অন্যান্য সমস্যার কথা ভাবাচ্ছে আমাদের। হাত যদি ব্যথা থাকে তাহলে ঢাক বাজানো বন্ধ হবে। তবে এবারে বাড়ির যে সব ছোট ছেলেরা বাবার হাত ধরে কলকাতার পুজোয় কাঁসি বাজাতে আসে শুধুমাত্র কলকাতার পুজোর আমেজটুকুকে গায়ে মাখবে বলে তাদের খুবই মন খারাপ কারণ ওই বয়সীদের এখনও কার্যকর হয়নি। তাই তারা কলকাতাতে এলেও কোনও পুজো প্যান্ডেলে ঢুকতে পারবে না। মন খারাপ করে তারা বলে, এবছরে আর কলকাতার পুজো দেখতে যাওয়া হবে না। বাড়িতে থাকতে হবে মায়ের সঙ্গেই।

কলকাতার স্বনামধন্য পুজো কমিটি ত্রিধারা সম্মিলনীর সাধারণ সম্পাদক তথা রাসবিহারী বিধানসভার বিধায়ক ও পুরসভার কোঅর্ডিনেটর দেবাশিস কুমার বলেন, ঢাকিদের যাদের ডবল ভ্যাকসিন হয় নি তাদেরকে আমরা যদি সময় হয়ে যায় তাহলে দ্বিতীয় ডোজ দিয়ে ঢাক বাজানোর সুবিধা করে দেবো। এছাড়াও যদি দেখা যায় কারুর এখনো সময় হয়নি তাহলে আমরা আরটিপিসিআর টেস্ট করে নিয়ম অনুযায়ী পুজো সম্পন্ন করবো। ঢাকিদের ঢাক বাজাতে অসুবিধা হবে না। সব পুজো কমিটিকেই এমন অনুরোধ করা হয়েছে। প্যান্ডেলের কাজে যারা যুক্ত তাদের সকলেরই ডবল ডোজ করিয়ে দেওয়ার জন্য। একডালিয়া এভারগ্রিন পুজোর সঙ্গে ওতপ্রোতোভাবে জড়িয়ে থাকা রাজ্যের মন্ত্রী বর্ষীয়ান নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, ডবল ডোজ হলে তবেই আমরা সেই ঢাকিদের নেবো। যদি দ্বিতীয় ডোজের সময় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা তাদের দ্বিতীয় ডোজ দিয়ে দেব। উত্তর কলকাতার আকর্ষণ শোভাবাজার রাজবাড়ির এবছরের পালাদার এবং ট্রাস্টির সদস্য দেবরাজ মিত্র বলেন, আমাদের পরম্পরার ঢাকিরা ইতিমধ্যেই দুই ডোজ ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছে। তাদের সার্টিফিকেটও ইতিমধ্যে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। সব কিছুই দেখে তারপর তাদেরকে ডাকা হয়েছে। তিনি আরও জানান কোভিড বিধি মেনেই এ বছরের পুজো হবে ২০ জন করে দর্শনার্থী ঢোকানো হবে। বাড়ির সকলে যারা পুজোর কাজে যুক্ত হবেন তাদেরও দুই ডোজ ভ্যাকসিন হয়ে গিয়েছে।

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান হলেন বিচারপতি বিন্দাল

কল্লোল গুহঠাকুরতা : গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ আরও চারজন বরিষ্ঠ বিচারপতিকে নিয়ে গঠিত কলেজিয়ামের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলকাতা হাইকোর্টের বর্তমান কার্যনির্বাহী বিচারপতি শ্রী রাজেশ বিন্দাল এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলেন। ওই বৈঠকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ছাড়া আরও ৭টি হাইকোর্টের নবনিযুক্ত প্রধান বিচারপতিদের নাম ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও বেশ কিছু বিচারপতির বদলির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ওই বৈঠকে। এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্তমান কার্যনির্বাহী বিচারপতি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে আসতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, গত ৫ জানুয়ারি বিচারপতি শ্রী রাজেশ বিন্দাল কলকাতা হাইকোর্টে যোগদান করার পর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রায় দেন যার মধ্যে রয়েছে চার হেভিওয়েট রাজনৈতিক নেতার সিবিআই কোর্টে দেওয়া জামিনের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ। এছাড়াও নির্বাচন পরবর্তী হিংসার মামলায় পাঁচ সদস্যের বৃহত্তর বেঞ্চ গঠন, সিবিআই-এর হাতে তদন্ত ভার তুলে দেওয়া এবং সিট গঠনের নির্দেশ দেন শ্রী বিন্দাল। দুই রায়ই পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের ভেতরে তুমুল অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের উপহার বিতরণ

সঞ্জয় চক্রবর্তী: উত্তর কলকাতার কুমারটুলি সংলগ্ন লালবাগান গণেশ পূজা কমিটির উদ্যোগে গণেশ পূজা তৎসহ দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের রেশন ও কম্বল বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করে শ্যামপুকুর আস্থা ও নতুন স্বপ্ন। উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল ব্যাঙ্কের সম্পাদক ডি. আশিস, কুমারটুলি সেবা সমিতির সম্পাদক গৌতম ঘোষাল, প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার মিঃ সান্যাল, ৮ নং ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর পার্থ মিত্র, ৭ নং ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর বাপী ঘোষ, ৮ নং ওয়ার্ড যুব তৃণমূল সভাপতি পাপ্পু কুণ্ডু, নতুন স্বপ্নের সম্পাদক মনীন্দ্র পাল, শ্যামপুকুর আস্থার সম্পাদক বামাপ্রসাদ দত্ত, সৌমেন চ্যাটার্জী, সুশান্ত স্বর্ণকার প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। অতিথিদের পুষ্পস্তবক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন লালবাগান গণেশ পূজা কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। সারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত দৃষ্টিহীন ভাইবোনেদের হাতে উপহারসামগ্রী তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। লালবাগান গণেশ পূজা কমিটির এই অভিনব উদ্যোগকে স্বাগত জানান এলাকাবাসী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আশিস কুমার ঘোষ।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৭ সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী

নরেন্দ্র মোদীর ৭১ তম জন্মদিবস উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার আমতলা গ্রামীণ হাসপাতালে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সংগঠনের সহ-সভাপতি সুফল ঘাটুর নেতৃত্বে এই কর্মসূচি পালিত হয়। সুফলবাবু বলেন, হাসপাতালের রোগী সহ সেফ হোমে থাকা করোনা আক্রান্তদের ফল মিষ্টি বিতরণ করা হয়। সেই সঙ্গে তাদের দ্রুত আরোগ্য প্রার্থনা করা হয়। সেই সঙ্গে আমরাও চাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দীর্ঘজীবী হোক এবং দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের নেতৃত্ব দিন। শত্রু দেশগুলির বিরুদ্ধে তিনি যেভাবে রুখে দাঁড়াচ্ছেন তার জন্য আমরা গর্বিত। এদিন মোট ৫০ জন অসুস্থ মানুষ ও পরিবারবর্গকে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTICE INVITING OFFLINE EXPRESSION OF INTEREST

Name of Work: DESIGN & DEVELOPMENT OF TRACKING APPLICATION BASED ON QR CODE ENABLED WRISTBAND FOR TRACKING LOST PILGRIMS DURING GS MELA 2022.

Schedule of important dates of Bids

Date of Publication of EOI: **17.09.2021**

EOI start date & time: **17/09/2021 at 12.30 pm**

EOI end date & time: **24/09/2021 from 12.30 pm**

Last date & time of submission of Technical Bid and Financial Bid in the drop box: **24/09/2021 up to 12.30 pm**

Date & Time of opening of Technical Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): **24/09/2021 at 02.00 pm**

Date & Time of opening of Financial Bid in the Office of the District Magistrate, Alipore (IT Section): **24/09/2021 at 03.00 pm**

For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in

For details Contact: 033-24501379

Sd/- Additional District Magistrate (IT), South 24 Parganas

4396(2)/DICO/S 24 Pgs, Dt- 17.09.2021

বাড়ছে ভুয়ো বাতির গাড়ি

প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও এক সময় ঘোষণা করেছিলেন, প্রতিটি স্টিকার লাগানো গাড়ি, লাল-নীল বাতি লাগানো গাড়ি, এমনকি হুটার বাজিয়ে চলা গাড়িকেও যেন ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে চেক করা হয়। কারণ ইতিপূর্বে রাজ্যে অভিশপ্ত মানি মার্কেটিং-এর অন্যতম প্রথম সারির সংস্থা সারদা কোম্পানির বিরুদ্ধে রাতের অন্ধকারে পাবলিক মানি পাচারের ক্ষেত্রে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। সেই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর রাজ্যে এই ধরনের চেকিংয়ের নির্দেশিকা জারি হয় বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। এমনও দেখা যায় পুলিশ বা সরকারি আধিকারিকের জন্য ভাড়া নেওয়া ব্যক্তি মালিকানাধীন গাড়ি অনেক সময় সরকারি কাজে ব্যবহারের পর ওই স্টিকার বা বাতি লাগানো অবস্থায় অবসর সময়ে ভাড়ায় পাঠানো হয় নির্দ্বিধায়, বলেও সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকদের দাবি।

সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞা, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশিকা সত্ত্বেও সরকারি কাজে ব্যবহৃত গাড়িগুলিতে কোনও এক অজ্ঞাত কারণে লাল-নীল বাতি হঠানো আজও সম্ভব হয়নি। একমাত্র পুলিশ, ফায়ার আর অ্যাম্বুলেন্স ছাড়া হুটার বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বলে জানান, আইনজীবীদের একাংশ। গাড়ির সামনে পিছনে জরুরি পরিষেবা প্রদানকারীদের স্টিকার লাগানোতে কোনও আপত্তি নেই নীতিগতভাবে বলেও আইনজীবীদের একাংশ মনে করেন। অনেক সময় দেখা যায় অ্যাম্বুলেন্স আর জরুরি পরিষেবা থেকে ফেরার পথে রাস্তার মাঝখান থেকে সাধারণ প্যাসেঞ্জার তুলে নেয়। যা কার্যত বেআইনি। কেননা, এইভাবে যাত্রী তুলে নেওয়ার ফলে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে যেমন কোনও অপরাধী পাচার হয়ে যেতে পারে, তেমনই অবৈধ ও নাশকতামূলক দ্রব্যাদিও অতি সহজেই পাচার হতে পারে, বিশেষ করে রাজ্য জুড়ে সামনেই বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব, দুর্গোৎসব। ফলে পুলিশি ও প্রশাসনিক অসাবধনতা বা নজরদারির অভাবে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয় বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট সাধারণ মানুষ ও বুদ্ধিজীবী মহল।

এ প্রসঙ্গে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা সদর বারাসতের জনৈক প্রাক্তন আরটিও তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিভিন্ন পেশায় যারা আছেন, তাদের পেশাগত সুবিধার্থে আইনে লেখা না থাকলেও এই স্টিকারগুলো সাঁটিয়ে তাদের পেশাগত পরিচিতির জানান দেওয়ার একটা রেওয়াজ চলে আসছে। টোল প্লাজাতেও এই সব গাড়িগুলোর ক্ষেত্রে বলা আছে, কে কে সুবিধা পাবে। স্টিকার লাগিয়ে তো দেবাঞ্জনও ঘুরে ছিল। তবে সব বিষয়টাকে দেবাঞ্জনের সাথে গুলিয়ে ফেললে হবে না। পরিচয় পত্র যদি ঠিকঠাক থাকে তবে অসুবিধার কিছু নেই। সরকারের ভাড়া নেওয়া গাড়িতে স্টিকার লাগিয়ে যদি কোনও ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক চলাফেরা করেন সেক্ষেত্রে তো কোনও সমস্যা নেই। তবে কোনও প্রাইভেট গাড়িতে আর্মি, পুলিশ, এয়ারফোর্স, নেভি, অ্যাডভোকেট এধরনের স্টিকার লাগানোর আইন নেই। তবে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় তার ভাড়া করা গাড়িতে তার কর্মীর যাতায়াতের জন্য স্টিকার ব্যবহার করতে পারে। তবে এ ধরনের স্টিকার লাগানো গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স লেখা গাড়ি ব্যবহার করে যদি কোনও দুষ্কৃতী কোনও অসামাজিক কাজ করে, তাহলে তার দায়টা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে উচ্চ পদস্থ কর্মীকে দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, তার উপরেই বর্তায়।'

এ প্রসঙ্গে বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'আমাদের জেলায় যে কটা ট্রাফিক পয়েন্ট আছে সেখানে নিয়মিত চেকিং হয়। এছাড়াও নাকাচেকিং-এর ব্যবস্থাও রয়েছে। বিশেষ করে আসন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে স্পেশাল নানা চেকিং চলছে। পাশাপাশি রয়েছে কড়া পুলিশি নজরদারিও।' বসিরহাট পুলিশ জেলার এসডিপিও অশেষ বিক্রম দস্তিদারও ট্রাফিক গার্ডের পাশাপাশি নাকা চেকিংয়ের উল্লেখ করেন।

লেন্স বার্তা

ওরা কাজ করে, চলছে খাল সংরক্ষণের কাজ, গড়িয়ার কাছে।

নিম্নচাপের প্রবল বৃষ্টির জেরে জলমগ্ন বিরাটি ছবি : অভিজিৎ কর

কলকাতা পুরসংস্থার বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং দফতরে বিশ্বকর্মা পুজো অনুষ্ঠিত হয়, তারই পরিক্রমায় মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। – নিজস্ব চিত্র

বকেয়া ডোজে জোর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুর এলাকায় কোভিড নাইন্টিন অতিমারি প্রতিষেধকের দ্বিতীয় ডোজের কোভিড – ১৯ ভ্যাকসিন প্রাপকদের বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীরা পৌঁছে যাবে। ১৬ সেপ্টেম্বর কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানান, বিশেষ করে যাঁদের সেকেন্ড ডোজের কোভিড ভ্যাকসিন নেওয়ার সময় ৮৪ দিনের পরে ১১৩ দিনও অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এখনও ভ্যাকসিন নিচ্ছেন না, তাঁদের বাড়িতে স্বাস্থ্যকর্মীরা যাচ্ছেন, সেকেন্ড ডোজ না নেওয়ার কারণ জানতে। আর কলকাতা পুর এলাকার বাইরে থেকে যাঁরা কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে এসে কোভিড ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ডোজ নিয়েছেন কিন্তু সেকেন্ড ডোজ নেওয়ার সময় ৮৪ দিন (কোভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে ২৮ দিন) হয়েছে, তাঁদের

এসএমএস পাঠাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। তিনি জানান, কলকাতায় প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষের সেকেন্ড ডোজ ইতিমধ্যেই বকেয়া হয়ে গিয়েছে। সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, কিন্তু গ্রহীতাদের অনেকেই এখনও সেকেন্ড ডোজের ভ্যাকসিন নিতে আসেননি, তাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নয়তো ফোন করে নয়তো হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়ে কোভিড ভ্যাকসিনের সেকেন্ড ডোজ নিতে আহবান করছেন। তিনি আরও জানান, এখন কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন দু'ধরনের ভ্যাকসিনই পুরসংস্থার সবক'টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্য প্রশাসক এদিন পরিষ্কার করে জানান, কলকাতা পুর এলাকায় কাজেকর্মে এসে বা অন্যান্য কারণে যাঁরা এসে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়ে জেলায় জেলায় ফিরে গিয়েছেন। তাঁরাও ফার্স্ট ডোজ নেওয়া সেন্টার এসে ফার্স্ট ডোজ নেওয়া কুপনটা দেখালেই সেকেন্ড ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন পেয়ে যাবেন। তবে কলকাতা পুরসংস্থা এবার থেকে সেকেন্ড ডোজের প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার গুলিতে সকাল সাড়ে আটটা থেকে দুপুর দু'টো পর্যন্ত ভ্যাকসিনের সেকেন্ড ডোজ, আর দুপুর দু'টোর থেকে বিকেল ৪ টে পর্যন্ত কলকাতা পুর এলাকার বাকি থাকা ফার্স্ট ডোজ প্রাপকদের কোভিড –১৯ ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। পুর কর্তৃপক্ষ জানান, কলকাতা পুর এলাকার কয়েকজন এখনও ইচ্ছা করে কোভিড ভ্যাকসিনের ফার্স্ট ডোজ নেননি। এরা বাদে বাকিদের ফার্স্ট ডোজ দেওয়া প্রায় শেষ হয়েছে। অনিচ্ছুকদের বাড়িতে পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা যাচ্ছে।

১ থেকে ১০ মহেশতলা পুরসভা ডাকঘর মোড় বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড রাস্তার বেহাল অবস্থা রাস্তা গাছ পুঁতে রাস্তা অবরোধ করেন এলাকাবাসী। রাস্তার এমন অবস্থা দেখেও প্রশাসন উদাসীন। রোজকার এই রাস্তা দিয়ে যায় অসংখ্য গাড়ি এবং ধুপধাপ পড়ে যায় বাইক ও দুচাকা গণ্ডলি। দুর্ঘটনাও ঘটে প্রায় রোজ।
ছবি : অরুণ লোধ

ডেঙ্গু নজরদারিতে আবাসনে বাধা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহনকারী লার্ভার নজরদারিতে আবাসন বা বাড়িতে পুরকর্মীদের ঢুকতে না দিলে গ্রেফতার হতে পারেন বাধাদানকারী। ভারত সরকারের মহামারি আইনের উল্লেখ করে কলকাতা পুরসংস্থার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সুব্রত রায়চৌধুরীকে এমনই কড়া নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা পুরসংস্থার প্রশাসক পর্ষদের মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। অভিযোগ, কোভিড নাইন্টিনের অজুহাত দেখিয়ে কলকাতা মহানগরের বহু বৃহদায়তন বাড়ি বা আবাসনের বিভিন্ন অংশে জমা জলে পুরসংস্থার স্বাস্থ্যকর্মীদের ডেঙ্গু বা ম্যালেরিয়ার লার্ভা পরীক্ষায় ঢুকতে দিচ্ছেন না। বেশ কিছু বন্ধ কেন্দ্রীয় সরকারি কার্যালয় ও দীর্ঘদিন বন্ধ হয়ে থাকা বিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীদের নজরদারিতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। বিষয়টি টক টু কেএমসি'তে উল্লেখ হতেই মুখ্য প্রশাসক দ্রুত কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। আসলে পরিবারের ১৮ উর্ধ্বরা সবাই কোভিড – ১৯ ভ্যাকসিন পেয়েছেন কী না তা জানতে 'ডোর টু ডোর' পুরকর্মীরা যাচ্ছেন। এবং একইসঙ্গে কোনও বাড়ির ছাদে বা ফুলের টবে ও ঘরের পিছনের কোনও পাত্রে বৃষ্টির জল জমে ডেঙ্গুর লার্ভা হয়েছে কী না তাও জানতে পুরকর্মীরা নজরদারি চালাচ্ছেন। কিন্তু বেশ কিছু বাড়িতে কোভিড সংক্রমণের অজুহাত দেখিয়েই আবাসনের ভিতরে দারোয়ান বা বাড়ির মালিক 'র‍্যাপিড অ্যাকশন টিমে'র কর্মীদের

ও পুরকর্মীদের প্রবেশে বাধা দিচ্ছেন। এজন্যই এবার আইন মেনে কড়া ব্যবস্থা চালুর নির্দেশ কলকাতার মুখ্য প্রশাসক। উল্লেখ্য, ভাদ্রের ভরা বর্ষায় গত তিন সপ্তাহ ধরে কলকাতার বিভিন্ন ওয়ার্ডে ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার দাপট শুরু হয়েছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা নিত্যদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অনুপ্রবেশকারীদের সাথে লড়াই

নিজস্ব প্রতিনিধি : নদিয়া জেলার সীমান্তবর্তী এলাকায়, বাংলাদেশীরা যারা কৃষকদের ফসল চুরি করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় ভূখণ্ডে এসেছিল, তারা বিএসএফ জওয়ানকে আক্রমণ করে এবং তাকে রক্তাক্ত করে।

ঘটনাটি ঘটে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে আনুমানিক বেলা ১১ টা নাগাদ, যেখানে ০৮ ব্যাটালিয়ন সীমান্ত চৌকি ফিটকারিগেটের জওয়ান তৎপরতার সাথে সীমান্তে ডিউটি করছিল। ওই জওয়ান যখন চারজন বাংলাদেশীকে ভারতীয় সীমানায় ফসল কাটতে দেখে, তখন জওয়ান তাদের থামতে বলে। কিন্তু থামার বদলে তারা ফসল কাটতে থাকে। যখন সে তাদের কাছে গিয়ে একজনকে ধরার চেষ্টা করে, তখন বাকি বাংলাদেশীরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে জওয়ানকে আক্রমণ করে এবং জওয়ানকে রক্তাক্ত করে আহত করে। কিন্তু জওয়ান আহত হওয়ার পরেও ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে চোরদের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। জওয়ানের সাহসিকতা দেখে, চোরেরা তাদের পদক্ষেপ পরিবর্তন করে এবং তারা জওয়ানের আঘাতের সুযোগ নিয়ে পালাতে সক্ষম হয়। আহত জওয়ানকে সীমান্ত চৌকিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় এবং পরবর্তী চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতাল কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাওয়া হয়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে ভর্তি করেন।

০৮ ব্যাটালিয়ন–এর এর কমান্ডিং অফিসার, বি মধুসূদন

রাও এক বিবৃতিতে বলেছেন, যে আমাদের জওয়ানরা তাদের জীবনের পরোয়া না করে আন্তর্জাতিক সীমান্তের পবিত্রতা ও নিরাপত্তা বজায় রেখে তাদের দায়িত্ব পালন করে। তিনি আরও কড়া ভাষায় বলেন, যদি কোনও অপরাধী জওয়ানদের সাথে এমন অমানবিক আচরণ করে, তাহলে ভবিষ্যতে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করব না। এ ব্যাপারে আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশকেও প্রতিবাদপত্র লিখে জানিয়েছি। তারা এই ঘটনার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।ভবিষ্যতে কঠোর পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা করবে না

রিকশা চালিয়ে সিয়াচেন যাচ্ছেন সত্যেন

মলয় সুর : কলকাতা বাজার হাটে গোপালপুরের বাবলাতলা থেকে ১ আগস্ট সিয়াচেন বর্ডারের উদ্দেশ্যে প্যাডেল রিকশা চালিয়ে সত্যেন দাস রওনা দেন। যাত্রার উদ্বোধন করেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। এছাড়া ছিলেন রাজারহাট–নিউটাউনের বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী। যাত্রা পথের দুধারের মানুষকে গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে সচেতন করবেন সত্যেন দাস। অভাবের তাড়নায় জীবিকা উপার্জনের জন্য বেছে নেন রিকশা চালানোর পেশা। আর সেই পেশা এখন রূপ নিয়েছে নেশাতে। এবার সাইকেল নয়। সাইকেল রিকশা করে চলেছেন ভারতবর্ষের শেষ সীমানায় জম্মু ও ভূস্বর্গ কাশ্মীর এবং লাদাখ লে হয়ে সিয়াচেন। এরই মধ্যে আফগানিস্তানে তালিবানদের সন্ত্রাসের উগ্রপন্থায় কাবুল–কাণ্ড তছনছ। এই অবস্থায় জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাসের উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেও সে একই রাস্তা ধরে যাত্রা করছেন। রাত্রে এই প্রতিবেদকের সঙ্গে কথা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সত্যেন বৈষ্ণদেবীর মন্দির দর্শন করে পুনরায় নির্দিষ্ট পথে যাত্রা করেন। তাঁর বয়স ৫০ বছর। বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার

বারুইপুর থানার চম্পাহাটির সাউথ গড়িয়া এলাকায়। রিকশা চালান গড়িয়ার নাকতলা এলাকায়। তাঁর স্ত্রী মুন্নী দাস, মেয়ে সুকন্যা নিমপীঠ সারদা মিশনে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। সে রিকশা চালিয়ে কোনও রকমে সংসার চালান। কিন্তু তাতে তাঁর স্বপ্ন পূরণের জেদ আটকে থাকে না। সেই জেদে ভর করে ২০১৪ সালে বিশ্বশান্তির বার্তা নিয়ে লাদাখ ঘুরে এসেছেন। ওই বছরই 'দাদাগিরি' এপিসোডে প্রাক্তন ভারতীয়।ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় সত্যেনের মনের জোরের প্রশংসা ও সুখ্যাতি করেন। উল্লেখযোগ্য লিমকা বুক অফ ন্যাশনাল রেকর্ড সহ নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর। তাঁর নিজের একটা পরিচয় গড়ে ওঠে। সেই কারণে রিকশায় চেপে দুর্গম এলাকায় পাড়ি দেওয়া এবং মানুষকে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করার নেশায় মেতে ওঠে তিনি। সত্যেনের বাবা ফকির দাস (৮৫) ও মা পারুল দেবী (৭০) তাকে সর্বদা উৎসাহ ও প্রেরণা জোগান। তবে ২০১৪তে ১৮ হাজার ৩৮০ ফিট উচ্চতার খারদুমলা পার্ক থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য ফিরে আসনে। ২০১৭ সালে বিশ্ব উষ্ণায়ণ বার্তা বহন করে যাত্রা করেন। কিন্তু লে–লাদাখের ১৬ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ফিরে আসেন। একবার নয়, দুবার। এবারে সত্যেন হ্যাটট্রিক করার পথে। তাঁর এই রোমাঞ্চকর যাত্রা নিয়ে তৈরি হয়েছে 'লাদাখ চলে রিকশাওয়ালা' নামে তথ্যচিত্র। ১৯৯৩ সালে যাত্রা শুরু করেন সত্যেন। প্রথম দিকে সাইকেল চড়ে পুরী দার্জিলিং, হরিদ্বার গিয়েছেন। ২০০৭এ যাত্রা করেন রিকশা নিয়ে। দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার বার্তা নিয়ে এগিয়ে চলেন। ২০০৮–এ সপরিবারে যান রোটাং পাস, সিয়াচেন বর্ডারে যাত্রায় তাঁর ৯ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতায় ফিরতে ডিসেম্বর মাস লাগবে। সিয়াচেন থেকে ফেরার পর সত্যেন দাসকে যাতে জীবিকার জন্য রিকশা না চালাতে হয় তা দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক তাপস চ্যাটার্জী।

কোভিড আবহের শারদসংখ্যা

পারঙ্গম শাস্ত্রী : কোভিড আবহে এই নিয়ে দু–দুটো পুজো কাটাতে চলেছি আমরা। আর বাঙালির পুজো মানে তাতে যেমন ঘোরাঘুরি, আড্ডা, খাওয়াদাওয়া, ঠিক তেমনই বাঙালি চায় পুজো সংখ্যার স্বাদ নিতে। নিশ্চিতভাবে আগের সেই চার্ম হয়তো নেই। তাও পুজো সংখ্যাকে ঘিরে উৎসাহ একেবারে ফিকে হয়েছে তা বলা যাবে না মোটে। এই লেখা প্রকাশিত হওয়া ইস্তক চোখে পড়েছে একটি বড় ব্র্যান্ডের বেশ কতগুলি পুজো সংখ্যা। বরাবরের মতো কৈশোরধর্মী ও সববয়সীদের কথা মাথায় রেখে তা সংকলিত হয়েছে। শোনা যাচ্ছে আরও সব পুজো সংখ্যাগুলি আগামী এক–দুমাসের মধ্যে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে। মহালয়ার আগে বাঙালির মননের এই চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে এখনও পুস্তিকা আকারে অধিকাংশ শারদীয়াই মিলছে। আগামীতে তা ডিজিট্যাল আকার নিলে কতটা গ্রহণযোগ্য থাকবে? এখন একটা প্রায়শই শোনা যায় এই প্রজন্ম নাকি আর কাগজ বা বই পড়ায় সেভাবে উৎসাহী হচ্ছে না। তাদের আগ্রহ এখন নিবদ্ধ হয়েছে ডিজিট্যাল ফর্ম্যাটের নানা কেন্দ্রের দিকে। বলাবাহুল্য, ডিজিট্যাল ফর্ম্যাটে সংবাদ থেকে গল্পোগাছা সবকিছুই চেখে দেখার পরিসর তৈরি হচ্ছে। এটা ঠিক এখন হাতে হাতে ঘুরছে স্মার্ট ফোন। সেই ফোনে অধিকাংশ সময়ই বুঁদ হয়ে থাকতে দেখা যায় নবীন প্রজন্মকে। তাই বলে নিজেদের আপডেট করা ধেড়েরাও এখন এই স্মার্ট ফোনের সঙ্গে বেশ তাল মেলাচ্ছেন। রাস্তাঘাট ঘুরলে এমন উদাহরণ মিলবে ভুরি ভুরি। স্বভাবতই ম্যাগাজিন ইত্যাদি। তবে সামনে হয়তো এমন দিন আসতে পারে যেদিন বাসে বা ট্রেনে উঠে দেখতে হতে পারে যে সংবাদপত্র ভোঁ–ভাঁ। সেখানে সবাই হামলে পড়ছেন ডিজিট্যাল সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থাপনায়। সেদিনটা হয়তো আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে একটু হলেও বিলম্বিত

> বলা ভালো যুগোপযোগী হয়েই এগোবে সংবাদ বা সাহিত্য। তাতে যদি কারো মনে হয় মেদ ঝরে গেল তাতে কোনও আপত্তি নেই। মনে করতে হবে এটা বিবর্তনের ধাপ। যার শিকার হয়েছে নানা যুগের বিভিন্ন প্রজন্ম। এর সঙ্গে নিজেকে আত্মস্থ করে নেওয়াতেই আসল লাভ।

অত্যাধুনিক মোবাইলের অলিন্দে ভেসে ওঠা খবর তাড়াতাড়ি হাতের মুঠোয় পৌঁছে গেলে দৈনিক কাগজের প্রতি আকর্ষণ একটু তো কমবে। এটাই স্বাভাবিক। তাই ট্রেনে বা বাসে উঠে কাগজ পড়ার অতি পরিচিত দৃশ্যটা না দেখলে একটু যাঁরা পুরনোপন্থী তাঁদের মধ্যে খটকা লাগতেই পারে। তাও মন্দের ভালো এখনও ট্রেনে বা বাসে কিংবা অন্য কোনও যানবাহনে সফরকারীদের কাছ থেকে একেবারে হারিয়ে যায়নি সংবাদপত্র বা বিভিন্ন হতে পারে। কিন্তু, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে যারা প্রকৃতই প্রথম বিশ্বের বাসিন্দা সেসব দেশে এখনই ভালোরকম থাবা বসিয়ে দিয়েছে ডিজিট্যাল সিস্টেম। তা বলে গল্প বা খবর কী নয়া প্রজন্মের কাছ থেকে হারিয়ে যাবে?

বলা ভালো যুগোপযোগী হয়েই এগোবে সংবাদ বা সাহিত্য। তাতে যদি কারো মনে হয় মেদ ঝরে গেল তাতে কোনও আপত্তি নেই। মনে করতে হবে এটা বিবর্তনের ধাপ। যার শিকার

আসছে....

কবিতা লিখছেন
শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, পি সি সরকার (জুনিয়র), তপনদেব চট্টোপাধ্যায়, দীপ মুখোপাধ্যায়, মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল, শৌভিক গাঙ্গুলি ও আরও অনেকে

বিদ্যাসাগর কলকাতায় এলেন
ড. দীপককুমার বড় পন্ডা

বাংলা ছবিতে বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব
লিখছেন : ড. শঙ্কর ঘোষ

আন্দামানে যেসব শহিদদের মনে রাখেনি তাঁদের মনে করাচ্ছেন
ড. জয়ন্ত চৌধুরী

ভগবানের ঠিকানার খোঁজ দিলেন
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

রোমহর্ষক জীবনের রোমহর্ষক সত্য কাহিনী পাঠকদের উপহার দিচ্ছেন
অরিন্দম আচার্য

রম্যরচনায় সুকুমার মণ্ডল

প্রাচীনকালের পোর্সেলিনের পুতুল দুর্গার পরিচয় করাচ্ছেন
উজ্জ্বল সরদার

বিভিন্ন স্বাদের গল্পে আছেন
সিদ্ধার্থ সিংহ, পার্থসারথি গুহ, প্রণব গুহ ও আরও অনেকে

এখনি বলে রাখুন আপনার নিকটবর্তী স্টলে। যোগাযোগ : ৯৮৭৪০১৭৭১৬

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com